Agri Expert reviewed damages by Maxican whitefly on coconut and betel vine published Bengali daily Bartaman

বিদেশি সাদা মাছির আক্রমণে মরতে বসেছে বহু নারকেল গাছ

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, তমলুক

রোগোস প্রজাতির সাদা মাছির আক্রমণে নারকেল-সহ একাধিক গাছে। চরম ক্ষতির সম্মুখীন পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি ব্লকের মানুষ। বেশ কয়েকমাস ধরেই প্রথমে নজরে আসে নারকেল গাছে। দেখা যায়, বিশেষ এই রোগোস প্রজাতির সাদা মাছি গাছের পাতায় আক্রমণ করে। সাধারণ সাদামাছির তুলনায় একটু বড় এই মাছি। এরা গাছের সবুজ অংশে আক্রমণ করে। আর এর ফলে গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। অপরদিকে দেখা গিয়েছে, সাদা মাছির মলও গাছের ক্ষতি করছে। গাছের পাতায় একপ্রকার কালো আস্তরণের সৃষ্টি করে।কৃষিদফতর সূত্রে খবর, প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নন্দকুমার ব্লকে দেখা যায় প্রাদুর্ভাব। এরপর তা ছড়ায় মহিষাদল,তমলুক, চণ্ডীপুর ব্লকের বিস্তীর্ণঅংশে। নন্দকুমার ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা ডঃ দীপক মণ্ডল জানান, নন্দকুমার ব্লকে কয়েক মাস আগে এই বিশেষ সাদা মাছি লক্ষ্য করা গিয়েছে। নন্দকুমার,পিয়াদা,ব্যবর্তা সহ গ্রামের পর গ্রাম একই দৃশ্য চোখে পড়ছে। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে নারকেল গাছে এর প্রকোপ বেশি। এর পাশাপাশি কলা গাছ, জামরুল গাছ, আম গাছেও এই সাদামাছির প্রকোপ লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে নারকেল গাছের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নারকেলের মুচি আসার সময় থেকে দেখা যাচ্ছে নতুন করে ফলন আর আসছে না।একদিকে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ছে,ফলন আসছে না,পাতা আস্তে আস্তে ঝরে পড়ছে। কিছুকিছু গাছের মৃত্যু হচ্ছে।

আক্রান্ত নারকেল গাছের পাতা থেকে নমুনা পরীক্ষা করে দেখছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। - নিজস্ব চিত্র

ফলে চাষিরা কীভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না। দিন কয়েক আগে বিষয়টি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কৃষিদফতরের কানে যায়। জেলা কৃষিআধিকারিকরা নন্দকুমার ও মহিষদল ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করেন। কৃষি আধিকারিকদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, এই রোগোস প্রজাতির সাদা মাছির উৎপত্তিস্থল আমেরিকার ফ্লোরিডায়। এরপর ২০১৬ সালে ভারতের দক্ষিণ তামিলনাড়ু এলাকায় তাদের দেখা যায়। পরে পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্যে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই বিদেশি সাদামাছিকে নির্মূল কীভাবে করা যাবে তার উপায় না দেখতে পেয়ে চিন্তিত জেলা সহ ব্লক কৃষিদফতর। মঙ্গলবার সকাল থেকে জেলা ও রাজ্য কৃষিদফতরের সহায়তায় বেঙ্গালুরুর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের বিজ্ঞানী ডঃ কে সেলভারোজ, মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার-সহ বিশেষ প্রতিনিধিদল এই পোকার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নন্দকুমার ও মহিষাদল ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে গিয়ে পোকার নমুনা সংগ্রহ করেন। এত বেশি এলাকায় এই পোকার প্রসার ঘটেছে তা দেখে চিন্তিত কৃষিদফতর। তবে এর নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে এক পরজীবী পোকা এনকারশিয়া ডিসপারসা নারকেল গাছের পাতায় সঞ্চার করান এই কৃষি বিজ্ঞানী। কৃষি বিজ্ঞানীর আশা, এই এনকারশিয়া ডিসপারসা পাতায় ছেড়ে দিয়ে ওই সাদা মাছিকে খেয়ে নষ্ট করতে সক্ষম হবে।তাই পরীক্ষামূলক ভাবে এই ব্যবস্থাগ্রহণ। যদিও এই পদ্ধতি অনেক সময় সাপেক্ষ। আদৌ কীভাবে এর সমাধান হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই বিষয়ে মহিষাদলে জেলাভিত্তিক সহকৃষি অধিকর্তাদের নিয়ে চলে আলোচনাচক্র। এদিনের আলোচনায় অংশ নেন বেঙ্গালুরুর আইসিএআর এর বিজ্ঞানী ডঃ কে সেলভারাজ, মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কৃষি আধিকারিক আশিস বেরা, ডঃ মৃণালকান্তি বেরা, মহকুমা কৃষিআধিকারিক স্নেহাশিস কুইলা সহ বিশিষ্টরা। যদিও এদিন আলোচনায় সমাধানসূত্র মেলেনি। তবে প্রদীপবাবু এবিষয়টি নিয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানান।

তবে যে হারে এই সাদামাছি ক্রমশ এলাকা বিস্তার করছে তাতে চিন্তিত কৃষি দফতর। প্রতিবছর নন্দকুমার, মহিষাদল এলাকায় ব্যাপক পরিমাণ ডাব ও নারকেল উৎপাদন হয়। তবে কয়েকমাস ফলন একেবারে নেই বললেই চলে। পাশাপাশি গাছ নষ্টের পথে। ফলে সব কিছুই এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। জেলা কৃষি আধিকারিক (শস্য সুরক্ষা) ডঃ মৃণালকান্তি বেরা জানান, প্রাথমিকভাবে অনুমান, এই সাদামাছি হয়তো নন্দকুমার এলাকায় কোনও নার্সারিতে কেরল, তামিলনাড়ু এলাকার চারা নারকেল গাছ বা অন্য কোনও গাছ আনার সময় আসতে পারে। তবে কীভাবে এর সুসংহত নিয়ন্ত্রণ হবে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।